

বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী.pdf/১৬



১০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে উইকিসংকলন থেকে রপ্তানিকৃত

অভাব দর্শনে তিনি বিমর্ষাশ্রিত হন ও জগতেরও এই প্রকার অবস্থা কি না জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়, বিশালতর হইয়া ক্রমে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া যায়, —কোন বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এক কথায় তিনি জগৎকে আপনার হৃদয় দিয়া ভালবাসেন, আপনার বলিতে জগৎ ভিন্ন তাঁহার অপর কিছু থাকে না।

ভগবতী দেবীর মাতুলালয়ের গ্রামে ক্ষত্রিয়, রাজপুত, কায়স্থ, নাপিত প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণের জাতির বাস ছিল। তাঁহার মাতুলালয়ের সন্নিকটে অনেক দরিদ্র তেওর ও বাগদী বাস করিত। ভগবতী বাল্যকালে এই সকল জাতীয় সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ার মধ্যে তাঁহার এক বিশেষত্ব এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহাকে ক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি বলিতেন, “তোমরা সকলে আমাদের বাটীতে এস, আমরা এক সঙ্গে খেলা করিব।” এই সকল বালিকাদিগের প্রত্যেকের সহিত মকর, সই প্রভৃতি মৈত্রীবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাঁহার ভালবাসার কি এক অদ্ভুত প্রগাঢ়তা ছিল যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তিনি তাহাকে আপনার করিয়া ফেলিতেন। এই সকল সমবয়স্কা বালিকারা তাঁহার এতদূর বাধ্য ও অনুগত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার অদর্শন তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। তিনি তাহাদিগকে লইয়া ধূলাখেলা করিতেন না। কারণ, বালিকারা সাধারণতঃ যেরূপ ধূলাখেলা করে, সেরূপ ক্রীড়ায় তাঁহার মন ছিল না। তিনি তাহাদিগের সহিত ব্রতকথা বলিতেন, মাতামহীর নিকট যে সকল উপদেশপূর্ণ গল্প বা পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতেন, সেই সমুদয় গল্পচ্ছলে বলিতেন। তাহাদের অভাব অভিযোগ মন দিয়া শুনিতেন এবং অভাবনিরাকরণের যথাসাধ্য

চেপ্টা করিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কেশবিন্যাশ করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে তেওঁর, বাগদী প্রভৃতি জাতিবিচার তাঁহার ছিল না। ঐ সকল সমবয়স্কা বালিকারা খেলা করিবার জন্য একত্র হইলে, কখন কখন তিনি তাহাদিগকে সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। সময়ে সময়ে তিনি তাহাদিগের কোন অমঙ্গল সংবাদ ও দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া একরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তাঁহার হৃদয় একরূপ বিগলিত হইত যে, তাঁহার রক্তোৎপলনিভ গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইত। সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কেহ পীড়িতা হইলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে তাহার পরিচর্যা করিতেন। ইহাতে তিনি সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার এই সকল বাল্যলীলা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তিনি শৈশবকাল হইতেই সেবাধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবেই যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই সেবাধর্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। মনুষ্য মাত্রেরই পরমাত্মার মূর্তিস্বরূপ; ব্রহ্মের বিকাশই মানুষ। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই

এই ডিজিটাল সংস্করণ সম্পর্কে

এই ই-বই অনলাইন গ্রন্থাগার [উইকিসংকলন](#)^[২] হতে প্রাপ্ত।
স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা নির্মিত এই বহুভাষী ডিজিটাল গ্রন্থাগার
উপন্যাস, কবিতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরনের প্রকাশনার
মুক্ত সংকলন গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কপিরাইটমুক্ত অথবা মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত
বইগুলিকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকি। আপনি আমাদের ই-
বইগুলিকে [ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০
আনপোর্টেড](#) লাইসেন্স^[৩] বা [জিএনইউ ফ্রি ডকুমেন্টেশন
লাইসেন্সের](#)^[৩] শর্তাধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সহ যে কোন উদ্দেশ্যে
ব্যবহার করতে পারেন।

উইকিসংকলন সর্বদা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এই ই-বইয়ে
কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে আপনি [এই পাতায়](#)
জানাতে পারেন^[৪]।

নিম্নে তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ই-বইয়ে অবদান রেখেছেন:

- শান্তনু চট্টোপাধ্যায়
- Bodhisattwa

১. [↑ https://bn.wikisource.org](https://bn.wikisource.org)

২. [↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn)
৩. [↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
৪. [↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা](https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা)